সবুজ ইশতেহার

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

সবুজ ইশতেহার

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

সবুজ ইশতেহার

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সবুজ ইশতেহার

গ্রন্থস্বত্ত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.
প্রকাশনায়	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ভাষান্তর	আহমদ তারেক মুবাশ্বের কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে.
প্রকাশকাল	আগষ্ট ২০১৩
সংখ্যা	২০০০ কপি
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু
মুদ্রণে	বাড-ও-লিভস্ বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন, ৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Sabuj Ishtihar
(Green Poster)

by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah and Imam Mahdi as

Translated into Bangla by
Ahmad Tareque Mubasher

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
ISBN 9789849910671

মুখবন্ধ

'সবুজ ইশতেহার' শিরোনামে পুস্তিকাটি সমধিক পরিচিতি পেয়েছে যেহেতু এটি সবুজ রঙের কাগজে বা পোষ্টারে বিজ্ঞাপন আকারে প্রথমবার ছাপানো হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পোষ্টারটির শিরোনাম ছিল 'হাক্কানী তাক্‌রীর বার ওয়াকিয়া-ওয়াফাত বাশির' (অর্থাৎ বশিরের মৃত্যু সম্পর্কিত সম্পূর্ণ সত্য বর্ণনা)।

বশির (প্রথম), ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৮ সালের ৪ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বিজ্ঞাপনগুলো মুদ্রণ করিয়েছিলেন যথাক্রমে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ ইং, ৮ এপ্রিল ১৮৮৬ ইং এবং ১৭ আগষ্ট ১৮৮৭ ইং তারিখে।

হযরত আহমদ (আ.) এমন এক পুত্রসন্তানের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যে অসাধারণ গুণাবলির অধিকারী ও দীর্ঘজীবী হবে। যখন বশির (প্রথম) মারা গেলেন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা শোরগোল শুরু করে দিল এই বলে যে, হযরত আহমদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত-পুত্র সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা সাব্যস্ত হয়েছে। হযরত আহমদ (আ.) এর জবাব একটি সবুজ রঙের পোষ্টারে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করেন যা 'সবুজ ইশতেহার' নামে পরিচিতি লাভ করে। এতে তিনি (আ.) বিরুদ্ধবাদীদের বিজ্ঞাপনের ঐ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে দু'জন সন্তানের উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের একজন এই নশ্বর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর খুব দ্রুত একজন মেহমানের মত এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। অপরজন দীর্ঘজীবী হবে এবং প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটাবে। আর এই বিজ্ঞাপনের শেষাংশে (এটি ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশ করা হয়) হযরত আহমদ (আ.) তবলীগ (বার্তা সম্প্রচার) শিরোনামে একটি নোট সংযোজন করেন। যেখানে লোকদেরকে তাঁর পবিত্র হাতে বয়াতের আমন্ত্রণ জানান।

তিনি (আ.) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন এবং সত্যানুসন্ধিৎসুদের তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসার খাতিরে বয়াতের আহ্বান জানান।

তিনি (আ.) এ-ও উল্লেখ করেন, তাদের এজন্য বয়াত করা উচিত, যেন তারা

এই কদাচারপূর্ণ, অলস ও অসংযত জীবনধারা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

হযরত আহমদ (আ.) সকলকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান এবং এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি (আ.) তাদের সহমর্মী হবেন এবং তাদের সকল বোঝা লাঘবে প্রয়াসী হবেন।

তিনি (আ.) আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি তাদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্‌র সাহায্য তাদের সাথে থাকে। শুধু এই শর্তে যে, তারা যেন অবশ্যই ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের নিবেদিত করতে আন্তরিকভাবে সদাপ্রস্তুত থাকে।

পুস্তিকাটির বাংলায় ভাষান্তর করেছেন আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেব, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, ইউ. কে. এবং এর প্রচ্ছদটি হুযূর আনোয়ার (আই.) নির্বাচিত করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

মহান আল্লাহ্ তা'লা এই পুস্তিকাটির অনুবাদ ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন। আমীন।

মোবাশশের-উর-রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

ঢাকা
২৩ আগষ্ট ২০১৩

লেখক পরিচিতি
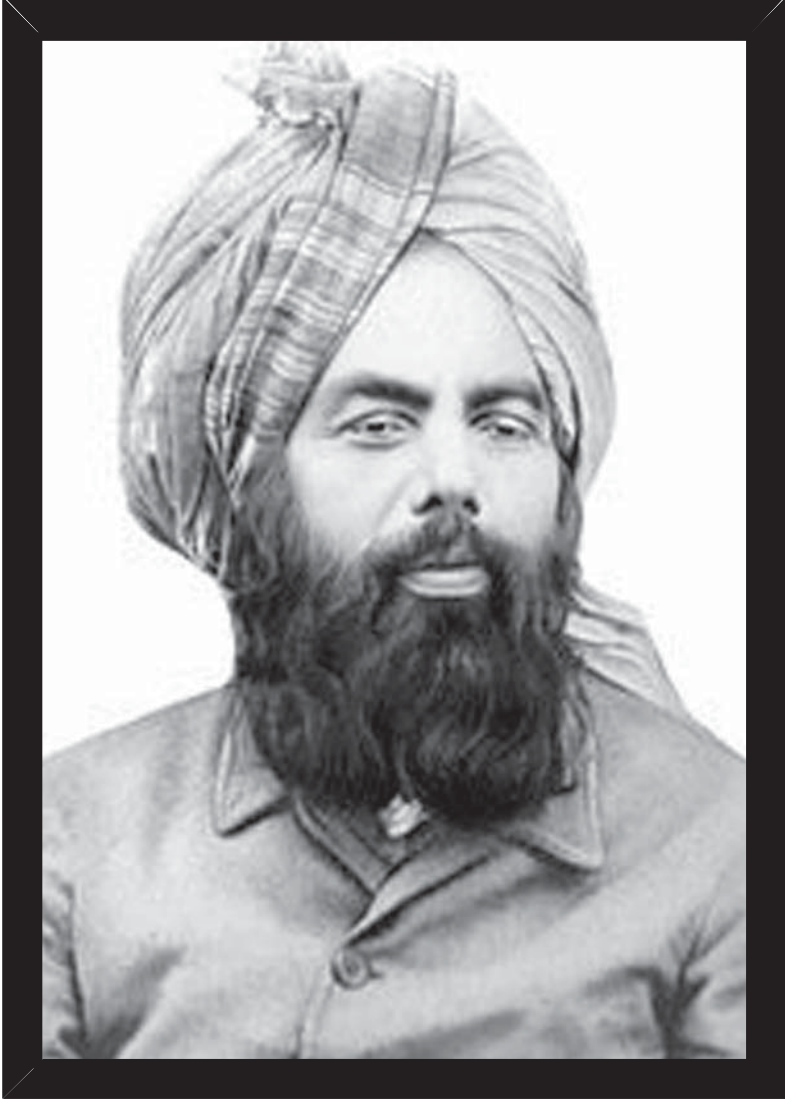
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২০০ টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল বা প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫১ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

بسم الله الرحمن الرحيم
نهمده و نصلی علی رسعلہ الکریم
الحمد لله و السلام علی عباده الذین اصتفی

বশীরের মৃত্যু প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন

উল্লেখ থাকে যে, এ অধমের পুত্র বশীর আহমদ, যে ১৮৮৭ সনের ৭ আগস্ট রোজ রবিবার জন্মগ্রহণ করে এবং (পরবর্তী বছর) একই দিন অর্থাৎ ১৮৮৮ সনের ৪ নভেম্বর রোজ রবিবার প্রত্যুষে ষোল মাস বয়সে তার প্রভুর সন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করে। একে কেন্দ্র করে, খামখেয়ালীপনায় অভ্যস্ত লোকদের পক্ষ হতে একটি অস্বাভাবিক হৈ-হট্টগোল আরম্ভ হয় আর আত্মীয়-স্বজনরাও বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তা শুনাতে থাকে; হরেক রকমের অপরিণত ও বক্র মনমানসিকতার পরিচয় দেয়া হয়। তারা বিদ্রুপাত্মক কানাঘুষা করতে আরম্ভ করে, এছাড়া অবুঝের মতো বিভিন্ন ধরনের তীর্যক মন্তব্য করা হয়। কথায় কথায় প্রতারণা এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যেসব ধর্ম-বিরোধীর কাজ, তারা এই শিশুর মৃত্যুতে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যার বেসাতি আরম্ভ করে দেয়। যদিও শুরুতে এই নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু উপলক্ষে কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন বা বক্তব্য ছাপানোর আমাদের কোনো ইচ্ছা ছিলো না, আর প্রয়োজনও ছিলো না। কেননা, এতে এমন কোনো বিষয় ছিলো না যা কোনো জ্ঞানী মানুষের জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন এই হট্টগোল চরমে পৌঁছে এবং দুর্বল ও অপরিপক্ক স্বভাবের মুসলমানদের হৃদয়েও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে দেখা গেল তখন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমরা এই বক্তব্য প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে, কতক বিরুদ্ধবাদী আমার এই প্রয়াত পুত্রের মৃত্যুর উল্লেখ করে নিজেদের বিজ্ঞাপনাদী ও পত্র-পত্রিকায় বিদ্রুপভরে লিখছে যে, এ সেই শিশু যার সম্পর্কে ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি, ৮ এপ্রিল ১৮৮৬ এবং ৭ আগস্ট ১৮৮৭ সালের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, সে যশ-খ্যাতি, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। বিভিন্ন জাতি তার দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হবে। অনেকে আবার মনগড়া মিথ্যার*১বেসাতি করে একথাও নিজেদের বিজ্ঞাপনে লিখেছে যে, এই শিশু সম্পর্কে এই ইলহামও নাকি প্রকাশ করা হয়েছিলো যে, সে রাজকন্যাদের

* টিকা ১: এই মিথ্যুক হচ্ছে, লেখরাম পেশওয়ারী, যে নিম্নোক্ত তিনটি বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটি স্বীয় দাবীর সমর্থনে নিজের বিজ্ঞাপনে উপস্থাপন করেছে আর নেহায়েতই অসৎপন্থা অবলম্বন করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৮৬ সালের ৮ এপ্রিলের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করে এর যে বাক্যাবলী নিজের বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত করেছে তাহলো, 'এ অধমের সামনে স্পষ্ট হয়েছে যে, অচিরেই সেই ছেলে জন্ম নিতে যাচ্ছে, যার জন্ম (নয় মাস) গর্ভকালের মধ্যেই হবে'। কিন্তু

(চলমান টিকা)

সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কিন্তু, পাঠকদের জ্ঞাতার্থে বলছি, যারা এরূপ ছিদ্রান্বেষণ করেছে তারা চরমভাবে প্রতারিত হয়েছে বা প্রতারিত করার অপচেষ্টা করেছে। প্রকৃত বিষয় হলো, ১৮৮৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত, যা মৃত পুত্রের মৃত্যুর* (* নোট: এটি কাতেব বা অনুলিখনকারীর ভুল, 'মৃত্যুর' পরিবর্তে 'জন্মের' হবে) মাস, এই অধমের পক্ষ থেকে যতগুলো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে লেখরাম পেশওয়ারী তার কথার প্রমাণ হিসেবে নিজ ঘোষণায় উদ্ধৃত করেছে। প্রয়াত ছেলেই মুসলেহ্ মাওউদ এবং দীর্ঘজীবন লাভকারী মর্মে এতে দাবী করা হয়েছে বলে কোনো ব্যক্তি একটি শব্দও দেখাতে পারবে না। পক্ষান্তরে, আমার ১৮৮৬ সনের ৮ এপ্রিল এবং ১৮৮৭ সনের ৭ আগস্টের বিজ্ঞাপন, যা ৮ এপ্রিল ১৮৮৬-এর বরাতে এবং এর প্রেক্ষাপটে বশীরের জন্মদিনে প্রকাশ করা হয়েছিল– তা সুস্পষ্টভাবে বলছে, ইলহামে এখনও এটি চূড়ান্ত হয় নি যে, এই ছেলেই দীর্ঘজীবন লাভকারী মুসলেহ্ মাওউদ নাকি অন্য কেউ। আশ্চর্যের বিষয় হলো, লেখরাম পেশওয়ারী বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে স্বভাবসিদ্ধ অপলাপ ও অশালীন কথায় ভরা নিজের সেই বিজ্ঞাপনে আমার উল্লিখিত বিজ্ঞাপনাদী সম্পর্কে আপত্তি করেছে ঠিকই; কিন্তু চোখ খুলে সেই তিনটি বিজ্ঞাপন পড়ে দেখে নি, নতুবা সে তড়িঘড়িমূলক কাজের লাঞ্ছনাজনক পরিণাম এড়াতে পারত। পরিতাপ! যেসব পণ্ডিত বাজারে-বন্দরে হাজারো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা পরিত্যাগ ও পরিহার করা আর সত্য মানা এবং গ্রহণ করাকে আর্যসমাজীদের নীতি হিসেবে আখ্যা দেয়, তারা কেন এমন মিথ্যার পূজারীদের মিথ্যার বেসাতি করতে বারণ করে

বিজ্ঞাপনের এই অনুচ্ছেদের পরবর্তী বাক্যটি অর্থাৎ 'এটি প্রকাশ করা হয় নি যে, এখন যে জন্ম নিবে এ-ই সেই ছেলে– না-কি সে আগামী নয় বছরের মধ্যে অন্য কোনো সময় জন্ম নিবে'- সে জেনেশুনে এই অংশটি লিখে নি; কেননা, এতে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ হয় না, বরং তার রুগ্ন ধারণার মূল উৎপাটন হয়। এরপর তার দ্বিতীয় অসৎপন্থা হলো, লেখরামের উক্ত বিজ্ঞাপন প্রচারের পূর্বে আর্যদের পক্ষ থেকে আমাদের উপরোক্ত তিনটি বিজ্ঞপ্তির প্রত্যুত্তরে অমৃতসরের নূর ছাপাখানা হতে আরেকটি বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছে। এতে তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে, এই তিনটি বিজ্ঞাপন পাঠে এ প্রমাণ মেলে না যে, জন্মগ্রহণকারী এই ছেলেই দীর্ঘজীবি 'মুসলেহ্ মাওউদ' নাকি অন্য কেউ। লেখরাম এই স্বীকারোক্তির কথা কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করে নি। এটি সুস্পষ্ট যে, স্বয়ং আর্যদের প্রথম বিজ্ঞাপনটি লেখরামের এই বিজ্ঞাপনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমার সেই বিজ্ঞাপনটি দেখুন! যার শিরোনাম হলো, ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মাকেরীন-লেখক। [অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা ষড়যন্ত্রকারীদের ভালবাসেন না- অনুবাদক]।

না? অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই বুলিসর্বস্ব নীতি সর্বদাই আওড়ানো হয়; কিন্তু একবারও কাজে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। পরিতাপ, হায় পরিতাপ! সার কথা হলো, ১৮৮৬ সনের ৮ এপ্রিল এবং ৭ আগস্ট ১৮৮৭-এর উপরোক্ত উভয় বিজ্ঞাপনই উল্লিখিত ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নীরব যে, জন্মগ্রহণকারী ছেলে কীরূপ হবে এবং কোন্ কোন্ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। বরং দু'টি বিজ্ঞাপনই পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, এখনও এ বিষয়টি ইলহামের দিক থেকে অস্পষ্ট। *[২] তবে একথা সত্য যে, আমার ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনে অবশ্যই উপরিউক্ত গুণাবলীসম্পন্ন এক সন্তানের কথা সুনির্দিষ্টভাবে নয়, বরং সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে কিনা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু, সেই বিজ্ঞাপনে কোথাও একথা লেখা হয় নি যে, ১৮৮৭ সনের ৭ আগস্ট যে-ছেলে জন্মগ্রহণ করবে সে-ই এসব গুণের সত্যায়নস্থল হবে। বরং, সেই বিজ্ঞাপনে ছেলের জন্মের কোনো তারিখ লেখা হয় নি যে, কবে আর কোন্ সময় জন্মগ্রহণ করবে। কাজেই, এমন মনে করা যে, সেসব বিজ্ঞাপনে প্রয়াত ছেলেকেই এসব গুণাগুণের অধিকারী আখ্যা দেয়া হয়েছে তা চরম হঠকারিতা ও ঈমানহীনতার শামিল।

দ্রষ্টব্য: বাটালার ফয়েয কাদরী ছাপাখানা হতে প্রকাশিত ৮ এপ্রিল ১৮৮৬ সনের বিজ্ঞাপন।

১৮৮৭ সনের ৭ আগস্টের বিজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদটি হলো, 'হে পাঠকগণ! আমি আপনাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, যার জন্ম সম্পর্কে আমি ৮ এপ্রিল ১৮৮৬ সনের বিজ্ঞাপনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম সেই পুত্র ১৬ যিলকদ মোতাবেক ৭ আগস্টে জন্ম গ্রহণ করেছে।'

দ্রষ্টব্য: লাহোরের ভিক্টোরিয়া প্রেস থেকে ১৮৮৭ সনের ৭ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

অতএব, উক্ত তিনটি বিজ্ঞাপন, যা লেখরাম পেশওয়ারী আবেগ-তাড়িত হয়ে প্রকাশ করেছে, তাতে আমরা মৃত পুত্রকে 'মুসলেহ্ মাওউদ' বা দীর্ঘজীবন

* টিকা ২: ১৮৮৬ সনের ৮ এপ্রিলের বিজ্ঞাপনের বাক্যাবলী হলো, 'অচিরেই একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে যার জন্ম (নয় মাস) গর্ভকালের মধ্যেই হবে।' কিন্তু এটি প্রকাশ করা হয় নি যে, এখন যে জন্ম নিবে এ-ই ছেলেই সেই জন না-কি সে আগামী নয় বছরের মধ্যে অন্য কোনো সময় জন্ম নিবে।

লাভকারী আখ্যা দিয়েছি বলে কোনো নামগন্ধও আছে কী? ফাতাফাক্কারু ওয়া ফাতাদব্বারু। [অর্থাৎ, অতএব তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটাও-অনুবাদক]।

আমাদের কাছে এই বিজ্ঞাপনাদী সংরক্ষিত আছে আর অধিকাংশ পাঠকের কাছেও সংরক্ষিত থাকবে। কাজেই, সেগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যুক্তিযুক্ত হবে। এরপর আপনারা স্বয়ং সুবিচার করুন। এই প্রয়াত ছেলের জন্মের পর বিভিন্ন দিক থেকে শত শত চিঠিপত্র হস্তগত হয় যাতে জানতে চাওয়া হয় যে, এ-কী সেই 'মুসলেহ্ মাওউদ', যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত (সত্যপথ) লাভ করবে? উত্তরে সবাইকে লিখা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট ইলহাম হয় নি। তবে, ধারণা করা হয়েছিল যে, এই ছেলেই 'মুসলেহ্ মাওউদ' হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা, তার অনেক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ইলহামে বর্ণিত হয়েছিল; যা তার আত্মার পবিত্রতা, প্রকৃতিগত মাহাত্ম্য, সুমহান যোগ্যতা, আলোকিত মনমানসিকতা, সহজাত কল্যাণরাজি এবং তার পরম ও নিখুঁত সুপ্তবৃত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সেসব সহজাত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য এমন নয়, যা লাভের জন্য দীর্ঘায়ু লাভ করা আবশ্যক হতে পারে। এ কারণেই নিশ্চিতরূপে কোনো ইলহামের ভিত্তিতে এই মতামত প্রকাশ করা হয় নি যে, অবশ্যই এই ছেলে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হবে। আর এই কারণে এবং এর অপেক্ষায় 'সিরাজে মুনীর' পুস্তকের প্রকাশনা বিলম্বিত হয়। অর্থাৎ, ইলহামে ছেলের আসল পরিচয় সুস্পষ্ট করা হলে তখন বিস্তারিত অবস্থা লেখা যাবে। যেখানে এখন পর্যন্ত আমরা প্রয়াত ছেলে সম্পর্কে ইলহামের ভিত্তিতে কোনো সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশে সম্পূর্ণভাবে নীরব, আর এ সম্পর্কে কোনো একটি ইলহামী বাক্যও প্রকাশ করি নি, তাই আমি হতবাক হই, আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কানে কে একথা ফুৎকার করেছে যে, আমরা এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি?

এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যদি আমরা ইলহামে মৃত ছেলের ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা ও প্রকৃতিগত দীপ্তি সম্বলিত যেসব গুণাগুণ বিকশিত হয়েছে, অর্থাৎ, মুবাশ্বের, বশীর, নূর উল্লাহ্, সাইয়েব এবং চেরাগ দ্বীন ইত্যাদি নামের কারণে কোনো বিশদ ও বিস্তারিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতাম আর তাতে সেসব নামের বরাত দিয়ে নিজস্ব এই মতামত প্রকাশ করতাম যে, সে-ই সম্ভবত 'মুসলেহ্ মাওউদ'

ও দীর্ঘ জীবন লাভকারী ছেলে হবে; তবুও দৃষ্টিবানদের মতে আমাদের এই অনুমাননির্ভর বিবৃতি আপত্তিকর হতো না। কেননা, তাদের ন্যায়নীতিসূলভ চিন্তা-চেতনা এবং অন্তর্দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে বুঝিয়ে দিতো যে, কেবল কয়েকটি নামের প্রতি লক্ষ্য করেই এই অনুমিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যা সুস্পষ্ট নয়; বরং এর একাধিক অর্থ করা যেতে পারে, আর তা সবই ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। তাই, তাদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তি হলেও এটি একটি অত্যন্ত ছোট ও গুরুত্বহীন দুর্বলতা বলে গণ্য হতো। যদিও মাথা-মোটা ও অন্ধ-হৃদয় মানুষকে সেই ঐশী নিয়ম-নীতি বা বিধান বুঝানো খুবই কঠিন, যা আদি থেকেই দ্ব্যর্থবোধক ওহী, স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং ইলহাম সম্পর্কে চলে আসছে। কিন্তু, যারা তত্ত্বজ্ঞানী ও দৃষ্টিবান তারা খুব ভালোভাবেই জানে, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি সম্পর্কে যদি ধারণা বা অনুমান নির্ভর কোনো ভুলভ্রান্তি হয়েও যায় তবুও তা কোনোভাবেই সমালোচনার কারণ হতে পারে না। কেননা, নিজেদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবহ দিব্য দর্শনের গূঢ় রহস্য ও ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ নির্ণয়ে অধিকাংশ নবী এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী রসূলদের পক্ষ থেকেও ছোট-খাট ভুল-ত্রুটি হয়েছে।*[৩] আর তাঁদের জাগ্রত বিবেক ও আলোকিত মনমানসিকতার অধিকারী অনুসারীরা কস্মিনকালেও সেসব ভ্রান্তির ফলে আশ্চর্য হন নি বা বিভ্রান্তির শিকার হন নি।

---

* টিকা ৩: তওরাতের কোনো কোনো অধ্যায় হতে বুঝা যায়, হযরত মূসা (আ.) তাঁর কতক ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে এবং বুঝাতে গিয়ে ব্যাখ্যাগত ভুল করেছেন। আর অনতিবিলম্বে ও অচিরেই মুক্তি লাভের আশ্বাস বণী ইস্রাঈলীদের যেভাবে শোনানো হয়েছিল বাস্তবে তা সেভাবে ঘটে নি। কাজেই বণী ইস্রাঈল সেসব আশ্বাসবাণীর পরিপন্থী চিত্র দেখে এবং মর্মাহত হয়ে আর নিজেদের প্রকৃতিগত অজ্ঞতার কারণে একবার বলে বসেছিল, 'হে মূসা ও হারূন! যেমন ব্যবহার তোমরা আমাদের সাথে করেছ খোদাও তোমাদের সাথে তদ্রূপই করুন'। মনে হয়, সেই নীচ জাতির ভেতর হৃদয়ের এই সংকীর্ণতার কারণ হলো, তারা মূসার বক্তব্যের কারণে অচিরেই এথেকে মুক্তি লাভের একটি হিসেব কষে রেখেছিল। কিন্তু, বাস্তবে ঘটনা সেভাবে ঘটে নি; অধিকন্তু, মাঝ পথে এমন বিপদাপদ নেমে আসে যা সম্পর্কে বণী ইস্রাঈলকে সুস্পষ্টভাবে কোনোরূপ পূর্বাভাসও দেয়া হয় নি। এর কারণ মূলত এটিই, হযরত মূসা (আ.) ও মধ্যবর্তী এসব বিপদাপদ এবং এর দীর্ঘসূত্রিতা সম্পর্কে প্রথমে কোনোরূপ সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল সংবাদ পান নি, যে কারণে তাঁর মন কিছুটা এ অর্থ করার প্রতি সায় দেয় যে, অচিরেই সুস্পষ্ট নিদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত ফিরআউনের ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে। অতএব, খোদা তা'লা যেভাবে আদি থেকে সকল নবীর সাথে স্বীয় রীতি বহাল রেখেছেন, প্রাথমিক দিনগুলোতে হযরত মূসাকে পরীক্ষা করা ও তাঁর কাছে নিজ পরবিমুখতা বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করার জন্য কতক মধ্যবর্তী পরিকল্পনা (তাঁর কাছে) গোপন রেখেছিলেন। কেননা, সকল আগত বিষয় আর আসন্ন বিপদাবলী ও দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে

(চলমান টিকা)

কেননা, তাঁরা জানতেন এসব ভ্রান্তি স্বয়ং ইলহাম ও দিব্যদর্শনের অংশ নয়, বরং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল হয়েছে। এখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, আলেম ও সূফীদের ব্যাখ্যাগত ভুল তাদের মর্যাদাহানীর কারণ হতে পারে না, আর আমরা এ মর্মে কোনো সুনিশ্চিত ও দ্ব্যর্থহীন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করি নি; তাহলে বশীর আহমদের মৃত্যুতে আমাদের অবিবেচক বিরুদ্ধবাদীরা কেন এত বেশি বিষোদগার করেছে? তাদের কাছে সেসব রচনার কোনো অনুলিপি বা আইনগত প্রমাণ আছে কি; না-কী অন্যায়ভাবে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা বারবার মানুষের সামনে প্রকাশ করছে? আর এক্ষেত্রে কতক নির্বোধ

পূর্বেই তাদের খুলে বলা হলে তার হৃদয় সাহস পেতো এবং প্রশান্ত থাকতো। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার ত্রাস তাদের মন থেকে উবে যেত; অথচ হযরত কলিমুল্লাহ্ (মূসা) ও তার অনুসারীদের পদমর্যাদায় উন্নতি আর পারলৌকিক পুণ্যের জন্য এতে নিপতিত করা ছিল খোদার অভিপ্রায়। অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ্ (আ.) তাঁর অনুসারীদের এই পার্থিব জীবন, এর সফলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে ইঞ্জিলে যেসব আশ্বাস ও সুসংবাদ প্রদান করেছেন তাও অত্যন্ত সহজভাবে আর স্বাচ্ছন্দ্যে অচিরেই পাওয়া যাবে বলে মনে হতো। আর হযরত ঈসা (আ.)-এর সুসংবাদবাহী বক্তৃতা, যা সূচনাতে তিনি দিয়েছিলেন, তা থেকে মনে হত যে, সে যুগেই তাদের একটি শক্তিশালী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই রাজ্য শাসনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁর হাওয়ারী বা অনুসারীরা রাষ্ট্রপরিচালনার সময় কাজে আসবে ভেবে অস্ত্র-শস্ত্রও কিনে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে হযরত ঈসার পুনরাবির্ভাব সম্পর্কে স্বয়ং তিনি নিজের মুখে এমন ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন যে কারণে স্বয়ং অনুসারীরাও মনে করতেন যে, এ যুগের মানুষ মৃত্যুবরণ করবে না আর হাওয়ারীরাও ততদিন মৃত্যুর পেয়ালা পান করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় স্বীয় মহিমা ও প্রতাপের সাথে পৃথিবীতে না আসবেন। আর মনে হয়, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধারণা এবং মতামতও এ বিষয়ের সমর্থনে ছিল, যা তিনি অনুসারীদের মন-মস্তিষ্কে গেঁথে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সঠিক ছিল না; অর্থাৎ এতে কিছুটা ব্যাখ্যাগত ভুল ছিল। আর অবাক করার মত বিষয় হল, বাইবেলে এ কথাও লেখা আছে, একবার বণী ইস্রাঈলের চারশ' নবী এক রাজার জয়যুক্ত হবার সংবাদ দেন, কিন্তু তা ভুল প্রমাণিত হয়; অর্থাৎ বিজয়ের পরিবর্তে পরাজয় ঘটে। (রাজাবলী, প্রথম খণ্ড- ২২তম অধ্যায়ের ১৯ নম্বর আয়াত)। কিন্তু, এই অধমের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইলহামগত কোনো ভুল নেই। 'ইলহাম' পূর্বেই দু'জন পুত্র সন্তান জন্মের সংবাদ দিয়েছে। আর একথাও বলেছে, কতক ছেলে অল্প বয়সে মারা যাবে। দেখুন! ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি এবং ১৮৮৮ সনের ১০ জুলাই-এর বিজ্ঞাপন। অতএব, প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এক ছেলের জন্ম হয়ে সে মারাও যায়, দ্বিতীয় ছেলে যার সম্পর্কে ইলহাম হলো, 'দ্বিতীয় বশীর' দেয়া হবে যার আরেকটি নাম হলো 'মাহমুদ'। সে যদিও এখনও অর্থাৎ পহেলা ডিসেম্বর, ১৮৮৮ সন পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নি, কিন্তু খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর অবশ্যই জন্ম নিবে। আকাশ ও পৃথিবী টলতে পারে কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি টলা অসম্ভব। মুর্খ তাঁর ইলহামসমূহ শুনে হাসে আর আহাম্মক বা নির্বোধ তাঁর পবিত্র সুসংবাদসমূহ নিয়ে ঠাট্টা করে; কেননা, শেষ দিনটি ওর দৃষ্টির আড়ালে আর কাজের চূড়ান্ত ফলাফল ওর দৃষ্টির অগোচরে থাকে।

মুসলমানের অবস্থা দেখেও বিস্মিত হতে হয় যে, তারা কী কারণে কুমন্ত্রণাবশত বিবেক বিসর্জন দিচ্ছে। আমাদের এমন কোনো বিজ্ঞাপন তাদের কাছে আছে কী যাতে ইলহামের ভিত্তিতে এই ছেলে সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলেছি যে, এ-ই দীর্ঘজীবী এবং মুসলেহ্ মাওউদ? যদি এমন কোনো বিজ্ঞাপন থেকে থাকে তাহলে উপস্থাপন করা হচ্ছে না কেন? তাদেরকে নিশ্চিত করছি, এ ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন আমরা প্রকাশ করি নি। অবশ্য খোদা তা'লা বিভিন্ন ইলহামে এটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করেছিলেন যে, এই প্রয়াত ছেলে ব্যক্তিগত সুপ্ত-প্রতিভার ক্ষেত্রে অতি উন্নত পর্যায়ের আর নীচ আবেগ-অনূভূতির সম্পূর্ণরূপে উর্ধ্বে আর ধর্মীয় প্রভায় পরিপূর্ণ। এছাড়া আলোকিত স্বভাব, সুমহান গুণাগুণ-সম্পন্ন আর নিষ্ঠা ও সততার প্রেরণায় সমৃদ্ধ। অধিকন্তু, তাঁর নাম 'বারানে রহমত' (কৃপাবারি), 'মুবাশ্বের' ও 'বশীর' (সুসংবাদ দাতা), এবং অন্যান্য নামের পাশাপাশি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশও বটে। কাজেই, খোদা তা'লা স্বীয় ইলহামে তার যেসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন সে-সবই তার গুণাগুণের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত, যা বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক নয়। প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে এই অধমের দাবি হলো, আদম সন্তানগণ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শক্তি ও বৃত্তি নিয়ে এ ধরাধামে আসে; তা তারা দীর্ঘজীবন লাভ করুক বা শিশুকালেই মারা যাক না কেন। তারা তাদের সহজাত যোগ্যতা ও মেধার ক্ষেত্রে পরস্পরের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রাখে। তাদের শক্তি-সামর্থ্য, অভ্যাস-স্বভাব, চেহারা-সুরত এবং মেধা-মননে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেভাবে কোনো বিদ্যানিকেতনে অধিকাংশ মানুষ দেখে থাকবে যে, কতক ছাত্র প্রখর মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং বিবেকবান হয়ে থাকে আর এত দ্রুত জ্ঞানার্জন করে যে, পলকেই একেকটি পৃষ্ঠা আত্মস্থ করে ফেলে কিন্তু, আয়ুষ্কাল তাদের ফুরিয়ে যায়, যে কারণে অল্প বয়সেই মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। পক্ষান্তরে, এমনও কতক আছে যারা নিরেট হাবা-গোবা এবং মোটামাথা, মানবিক গুণাবলী খুব কমই নিজেদের ভেতর রাখে, মুখ থেকে লালা পড়ে আর বন্য-স্বভাবী হয়ে থাকে, অথচ এদের অনেকেই বৃদ্ধ ও জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে মারা যায়; এবং অথর্বতার কারণে যেভাবে আসে সেভাবেই পৃথিবী থেকে প্রস্থান করে। মোটকথা, প্রত্যেক মানুষ এর দৃষ্টান্ত সর্বদা স্বচক্ষে অবলোকন করে, কতক শিশু গঠনগত দিক থেকে এমন 'পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি' হয়ে থাকে যে, সত্যবাদীদের

পবিত্রতা, দার্শনিকদের ধীশক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানীদের আলোকিত হৃদয় নিজেদের মাঝে ধারণ করে আর প্রতিভা-সম্পন্ন মনে হয়; কিন্তু, এই ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবীতে তারা ক্ষণস্থায়ী হয়। আবার মানুষ এমনও কতক শিশু দেখে থাকবে, যাদের লক্ষণ ভালো মনে হয় না; আর দুরদর্শিতা বলে, যদি তারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে তাহলে চরম বজ্জাত, দুষ্ট, অজ্ঞ ও অর্বাচিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। মহানবী (সা.)-এর কলিজার টুকরো ইব্রাহীম (আ.) শিশুকালেই অর্থাৎ ষোল মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্বচ্ছ বৃত্তি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয়, তার সত্যবাদীসূলভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হাদীসের আলোকে সুপ্রমাণিত। অনুরূপভাবে, সেই শিশু যাকে হযরত খিযির (আ.)- শিশুকালেই হত্যা করেছিলেন তার সহজাত নোংরামির অবস্থা পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অপরিণত বয়সে কাফিরদের যেসব সন্তান-সন্ততি মারা যায় তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে এ নীতিরই অধীনে; অর্থাৎ, الولدسرلابيه [আল্ ওয়ালাদু সির্রু লি আবীহি, অর্থাৎ, ‘বাপ কা বেটা’-অনুবাদক] অনুসারে এমন সন্তান-সন্ততির শক্তি-বৃত্তি অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে। শক্তি ও বৃত্তির ঔজ্জ্বল্য এবং মূলের দিক থেকে জ্যোতির্ময়তা ও এর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যের কারণে, প্রয়াত পুত্রের ইলহামে সেই নাম রাখা হয়েছিল যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কেউ যদি কৃত্রিমভাবে হঠকারিতাবশত সেসব নামকে দীর্ঘজীবন লাভের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়, তাহলে এটি তার নিছক দুষ্টামি বৈ কিছু নয়; যা সম্পর্কে আমরা কখনোই নিশ্চিত করে কোনো মতামত প্রকাশ করি নি। তবে, এটি একেবারেই সত্য কথা যে, এসব গুণাগুণের কারণে ধারণা করা হতো যে, এ ছেলেই ‘মুসলেহ্ মাওউদ’ হবে। কিন্তু, এটিও অনুমান-নির্ভর বক্তব্য, যা কোনো বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয় নি। হিন্দুদের অবস্থা দেখে বিস্মিত হতে হয়, তারা নিজেদের গণক ও জ্যোতিষীদের মুখ থেকে সহস্র সহস্র এমন কথা শুনে যা একেবারেই অবান্তর, বাজে ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়; তথাপি এতে বিশ্বাস রাখা হতে তারা বিরত হয় না; বরং অজুহাত দেখায় যে, হিসাবে ভুল হয়ে গেছে নতুবা জ্যোতিষীদের গণনায় কোনো সন্দেহ নেই। এমন অর্থহীন ও পরিত্যাজ্য বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও, কোনো সুস্পষ্ট ভুল-ভ্রান্তি চিহ্নিত না করেই ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের উপর বিদ্বেষবশে আক্রমণ করে বসে। অবশ্য হিন্দুরা যদি এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা বলে তাতেও কোনো অসুবিধে নেই; কেননা, তারা

ধর্মের শত্রু, আর ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা তাদের কাছে একটিই অস্ত্র আছে, তা হলো মিথ্যা ও প্রতারণা। কিন্তু, মুসলমানদের অবস্থা দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। ধর্মানুরাগ, খোদাভীতি এবং ইসলামী বিশ্বাস মানার দাবি সত্ত্বেও তারা এমন প্রলাপ বকে। প্রয়াত পুত্রকে অনুমানের ভিত্তিতে 'মুসলেহ্ মাওউদ' ও দীর্ঘজীবি আখ্যা দেয়া সংক্রান্ত আমাদের কোনো বিজ্ঞাপনও যদি তাদের চোখে পড়তো তবুও তাদের ঈমান এবং অন্তর্দৃষ্টির দাবি ছিল, এটিকে বুঝার ভুল আখ্যা দেয়া। কেননা, কখনো কখনো আলেম-উলামা আর সূফীরাও এমন ভুল করে থাকেন, এমনকি দৃঢ়প্রত্যয়ী রসূলরাও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু, এক্ষেত্রে এমন কোনো বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা হয় নি। তাদের অবস্থা গল্পের সেই পথিকের ন্যায়, যে নদী দৃষ্টিগোচর হওয়ার অনেক পূর্বেই পায়ের জুতা খুলে ফেলে। স্মর্তব্য হচ্ছে, যে কয়েকটি লাইন আমি সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছি তা কেবলমাত্র সত্যিকার সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে লেখা হয়েছে, যাতে তারা নিজেদের অমূলক কুমন্ত্রণা পরিহার করে আর এমন পরিত্যাজ্য ও নোংরা বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান না দেয়, যার কোনো ভিত্তি নেই।

বশীর আহমদের মৃত্যুতে সে-সব কুমন্ত্রণা ও সন্দেহে লিপ্ত হওয়া মূলত তাদেরই বোঝার ভুল ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা বৈ-কি; নতুবা এতে সন্দেহ বা সমালোচনার কোনোই অবকাশ নেই। আমরা বারবার লিখেছি, আমরা এমন কোনো বিজ্ঞাপন দেই নি যার মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, এই ছেলেই 'মুসলেহ্ মাওউদ' এবং সে দীর্ঘজীবি হবে। তবে, আমরা ধারণাবশত তার বাহ্যিক চিহ্নাবলী দেখে কতকটা এরূপ বিশ্বাসের প্রতি ঝুঁকে ছিলাম বটে। কিন্তু, এই ধারণাকে ভিত্তি করে কোনোরূপ সুস্পষ্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় নি; কেননা, তখনও এটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় ছিল। কেননা, ['মুসলেহ মাওউদ' বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর ক্ষেত্রে] আমার ব্যাখ্যা যদি ভুল হতো তাহলে এর ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতো। সাধারণ মানুষ, যারা ঐশী জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে পরিচিত নয়, তারা এর ফলে বিপথগামী হতো। কিন্তু, এরপরও সাধারণ মানুষ বিপথগামীপ্রবণতা প্রদর্শন করছে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের কথাবার্তা যোগ করে সেগুলো আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে, যেসব কথাবার্তা আমি আদৌ বলি নি।

তারা এ বিষয়টি নিয়ে একটুও চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের সন্দেহের ভিত্তি কেবল এ কথার উপর যে, ব্যাখ্যাগত ভুল কেন হলো? আমরা এর উত্তর দিচ্ছি: প্রথম কথা হলো, সেসব বিষয়, যেগুলো আমি ঘোষণা করবো বলে সুনিশ্চিত ছিলাম, সেগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমি কখনোই এমন কোনো ভুল করি নি। দ্বিতীয়ত, যুক্তির খাতিরে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যদি কোনো নবী বা ওলী'র পক্ষ থেকে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী বুঝা ও এর অর্থ নির্ধারণে কোনোরূপ ভুল হয়ে যায়, তাহলে তা তাঁর নবুয়তের মর্যাদা ক্ষুণ্ন বা হ্রাস করতে পারে কি? কখনোই না। বোধ-বুদ্ধির অভাব ও জ্ঞানহীনতার কারণেই এসব ধ্যান-ধারণা আপত্তি হিসেবে উঠে আসে। এ যুগে অজ্ঞতার যেহেতু ভয়াবহ বিস্তার ঘটছে আর ধর্মীয় জ্ঞানের বিষয়ে যেহেতু মানুষ একেবারেই উদাসীন, সেজন্য সোজা কথাও উল্টো বলে মনে হয়; নতুবা, এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, যেসব ক্ষেত্রে খোদার পক্ষ থেকে সম্যক জ্ঞান লাভ হয় নি– নিজেদের সেসব দিব্যদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী বুঝতে ও অর্থ নির্ধারণে সকল নবী ও ওলীর ভুল হতেই পারে। এই ভুলের কারণে সেসব নবী ও সূফীর মান-মর্যাদা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হয় না। কেননা, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি শাখা হলো ওহী বা ঐশী বাণী অনুধাবন করা। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্য যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম বা নীতি নির্ধারিত আছে সেগুলো এই শাখার [ঐশী বাণী] জন্যও প্রযোজ্য। এ বিষয়টিকে আলাদাভাবে বিচার করার জন্য বিশেষ কোনো কারণ নেই। নবী ও ওলীদের মধ্য হতে যাঁদেরকে এই জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাঁরা এর সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় দিকগুলোও শিরোধার্য করতে বাধ্য। অতএব, এই ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তি যদি ধর্তব্য হয়, তাহলে সকল নবী, ওলী এবং আলেমকূলের বেলায়ও এই আপত্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

কোনো ব্যাখ্যাগত ভুলের কারণে ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা ও সম্মান হানি হয় অথবা সর্বসাধারণের জন্য এটি কল্যাণকর নয় বা তা ধর্ম ও ধার্মিক গোষ্ঠীর ক্ষতি করে এটি মনে করাও সমীচীন নয়। কেননা, ব্যাখ্যাগত ভুল যদি হয়েও থাকে, তবে তা মধ্যবর্তী সময়ে [ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ এবং এর পরিপূর্ণতার মধ্যবর্তী সময়ে] কেবল পরীক্ষাস্বরূপ এসে থাকে। এরপর এত ব্যাপকভাবে সত্যের জ্যোতি বিকশিত হয় আর ঐশী সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, মনে হয় যেন তা মধ্যাহ্নের সূর্য; আর বিতণ্ডাকারীদের সকল বিবাদের অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু, এই উজ্জ্বল দিন উদিত হওয়ার পূর্বে খোদা তা'লার প্রেরিতদের

চরম পরীক্ষায় নিপতিত হওয়াও অবধারিত। আর সত্যবাদী এবং দুর্বল, আর দৃঢ়চিত্ত ও ভীরুদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করার নিমিত্তে খোদা তা'লার জন্য তাঁদের [নবী-রাসূলদের] অনুসারী ও অনুগামীদেরও ভালভাবে যাচাই ও পরীক্ষা করা আবশ্যকীয়।

عشق اول سرکش و خونی بود تا گریزد ہر کہ بیرونی بود

[অর্থাৎ, 'ভালবাসা মূলত বিদ্রোহী ও রক্তপিপাসু হয়ে থাকে।

যেন এর অযোগ্যরা এখেকে দূরে অবস্থান করে'- অনুবাদক]

প্রাথমিক যুগে নবী ও ওলীদের উপর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা আসে; আর সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছিত হিসেবে তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়, আর গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কতকটা প্রত্যাখ্যাতরূপে তাদেরকে দেখানো হয়। এই পরীক্ষা তাদেরকে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও ধ্বংস করার জন্য নয়; অথবা ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাদের নাম-চিহ্ন মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয় না। কেননা, মহাপরাক্রমশালী খোদা নিজ প্রিয়দের সাথে শত্রুতা আরম্ভ করবেন আর নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত প্রেমিকদের লাঞ্ছনার সাথে ধ্বংস করবেন তা কখনোই হতে পারে না; বরং সেসব পরীক্ষা, যা সিংহ এবং ঘোর অমানিশার ন্যায় ধেয়ে আসে, তা সত্যিকার অর্থে সেই মনোনীত জাতিকে গৃহীতের সম্মান প্রদান এবং ঐশী তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী শেখানোর উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়। এটিই আল্লাহ্ তা'লার রীতি, যা তিনি আদি থেকেই তাঁর প্রিয় বান্দাদের বেলায় চলমান রেখেছেন। যবুরে হযরত দাউদ (আ.)-এর পরীক্ষার যুগে করুণ আর্তনাদ এই রীতিরই বহিঃপ্রকাশ, আর ইঞ্জিলে পরীক্ষার সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনয়াবনত আকুতি-মিনতি মূলত আল্লাহ্ তা'লার সেই রীতিরই প্রমাণ বহন করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবীর (সা.) হাদীসে, একান্ত অনুগত দাসের ন্যায় রসূলদের গর্ব (সা.)-এর আহাজারী সেই ঐশী বিধানেরই ব্যাখ্যা।*[৪]

---

* টিকা: হযরত দাউদ (আ.)- পরীক্ষার সময় যেসব দোয়া করেছেন তার মধ্যে একটি যবুরে এভাবে উল্লেখ আছে যে, 'হে খোদা! তুমি আমায় রক্ষা কর। পানিতে আমি প্রায় নিমজ্জমান, আমি গভীর পঙ্কে তলিয়ে যাচ্ছি যেখানে দাঁড়াবার স্থান নেই। তোমায় ডেকে ডেকে আমি সারা। আমার নয়নযুগল ঝাপসা হয়ে গেছে। যারা অকারণে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে– তারা আমার মস্তকের কেশ অপেক্ষাও অধিক। হে প্রভু! বাহিনীগণের সদাপ্রভু! তোমার জন্য

(চলমান টিকা)

আমাদের নেতা ও মনিব এবং রসূলদের গৌরব ও খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) পরীক্ষার যুগে কতই না দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তাও দৃষ্টিতে থাকা চাই। একবার দোয়া করতে গিয়ে তিনি এভাবে মিনতি করেন, 'আমি তোমার দরবারে আমার দুর্বলতা স্বীকার করছি আর আমার অসহায়ত্ব তোমার দরবারে পেশ করছি। আমার লাঞ্ছনা তোমার দৃষ্টিতে গোপন নয়। তুমি যদি সন্তুষ্ট থাক তাহলে আমি সকল প্রকার কঠোরতা বরণে প্রস্তুত। কেননা, তুমি বিনে আমার কোনো শক্তি নেই– লেখক।

মধ্যবর্তী এসব পরীক্ষা যদি না আসতো, তাহলে নবী ও আওলিয়াগণ সেই সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না, যা তাঁরা এই পরীক্ষার কল্যাণে পেয়েছেন। পরীক্ষা তাঁদের পরম বিশ্বস্ততা, দৃঢ়-সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার উপর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছে এবং প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, তারা ভয়ানক পরীক্ষার মাঝেও কত দৃঢ়-চিত্ত আর কত বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান প্রেমিক! কারণ, তাদের উপর দিয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, গভীর অমানিশার যুগ এসেছে এবং বড় বড় ভুমিকম্প দেখা দিয়েছে। তাঁদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে আর মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও অপদস্থদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তাদেরকে একা ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করা হয়েছে, এমনকি যেসব ঐশী সাহায্যের উপর তাঁদের ভরসা ছিল সেগুলোও কিছু সময়ের জন্য মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল; আর খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিপালন বৈশিষ্ট্যে হঠাৎ এমন পরিবর্তন আনেন, যেভাবে চরম অসন্তুষ্ট কোনো ব্যক্তি করে থাকে। এমনভাবে তাদের দুর্বিষহ পরিস্থিতি ও কষ্টের মাঝে নিপতিত করেন, যেন তারা তাঁর কঠোর শাস্তিরই যোগ্য। তিনি এমন ভ্রুক্ষেপহীন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, যেন

প্রতীক্ষিতরা যেন আমার দ্বারা লজ্জিত না হয়। তোমার অন্বেষণকারীরা যেন আমার কারণে অপমানিত না হয়। যারা পুরদ্বারে বসে, তারা আমার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে আর আমি সুরাপায়ীদের গানের বিষয়বস্তু। তুমি আমার দুর্নাম, আমার লজ্জা ও আমার অপমান সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আমি চতুর্দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে খুঁজলাম– আমার সহমর্মী কেউ আছে কি? কিন্তু কেউই নেই। (দেখুন! গীতসংহিতাঃ ৬৯) অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা (আ.) পরীক্ষার রাতে কত আকুতি-মিনতি করেছেন তাও ইঞ্জিল পাঠে সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়। গোটা রাত হযরত ঈসা (আ.) বিনিদ্র যাপন করেন আর যেভাবে দুঃখ-বেদনায় কারো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় অনুরূপ অবস্থা তার উপর বিরাজ করে, তিনি সারারাত কেঁদে-কেঁদে দোয়া করেন– যেন তার জন্য নির্ধারিত পেয়ালা অপসারিত হয়। কিন্তু, এত আহাজারি সত্ত্বেও তাঁর দোয়া গৃহীত হয় নি; কেননা, বিপদের সময়ের দোয়া গৃহীত হয় না।

তিনি তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ রাখেন না; বরং তার শত্রুদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র। তাদের পরীক্ষার ধারা দীর্ঘ হতে থাকে, উপর্যুপরি একের পর এক পরীক্ষা আসা অব্যাহত থাকে। যেভাবে ঘোর অন্ধকার রাতে মুষলধারে তুমুল বারিধারা বর্ষিত হয়– অনুরূপভাবে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষারূপী বৃষ্টি তাঁদের উপর বর্ষিত হয়; কিন্তু, তারা স্বীয় দৃঢ় ও অনড় সংকল্পে অটল ছিলেন আর অলস ও হতোদ্যম হন নি; বরং তাদের উপর যতবেশি বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশ নেমে আসে তারা ততই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। আর যতবেশি দলিত-মথিত করা হয় তারা ততবেশি দৃঢ় হতে থাকেন; আর যতবশি পথের কাঠিন্য সম্পর্কে ভয় দেখানো হয় ততই তাদের মনোবল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। আর তাদের ব্যক্তিগত বীরত্বে নতুন মাত্রা যোগ হয়। পরিশেষে সে-সকল পরীক্ষায় তারা প্রথম স্থান অর্জনকারী হিসেবে উত্তীর্ণ হন, আর স্বীয় পরম নিষ্ঠার কল্যাণে পুরোপুরি সফলতা লাভ করেন এবং সম্মান ও গৌরবের মুকুট তাদের মাথায় শোভা পায়। নির্বোধদের সকল প্রকার আপত্তি জলীয়বাষ্পের ন্যায় উবে যায়, যেন সেসবের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কাজেই নবী ও ওলীগণ পরীক্ষার ঊর্ধ্বে নন, বরং সবচাইতে বেশি তারাই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন; আর তাঁরাই ঈমানী শক্তির কারণে সেসব পরীক্ষা সহ্য করেন। কিন্তু, সাধারণ মানুষ খোদাকে যেমন শনাক্ত করতে অক্ষম, অনুরূপভাবে তাঁর বিশেষ বান্দাদেরও চিনতে ব্যর্থ হয়। বিশেষভাবে খোদার সেসব প্রিয়জনের পরীক্ষার সময় সাধারণ মানুষ বড় বড় প্রতারণার ফাঁদে পড়ে, মনে হয় যেন ডুবেই গেল; পরিণামের জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্যটুকু তাদের নেই। সাধারণ মানুষ জানে না, মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ যখন স্বহস্তে কোনো চারা রোপনের পর কখনো কখনো এর শাখা-প্রশাখা বা ডাল-পালা কাট-ছাঁট করেন বা কর্তন করেন, তা কিন্তু একে মেরে ফেলার জন্য নয়; বরং অধিক ফুলে-ফলে শুশোভিত করার জন্য এবং একে পত্রপল্লবে সমৃদ্ধ করার জন্য।

অতএব, সারকথা হলো, নবী ও ওলীদের আত্মিক প্রশিক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক। আর সেই জাতির জন্য পরীক্ষার আবশ্যকতা সেরূপ, যেমনটি ঐশী সিপাহীদের ক্ষেত্রে আসমানী পরিচ্ছদের প্রয়োজন, যদ্বারা তাঁদের শনাক্ত করা যায়। আর এই রীতি বহির্ভূতভাবে যদি কেউ সফলতা লাভ করে, তাহলে তা আংশিক সফলতা,

পূর্ণাঙ্গীন নয়। এছাড়া মনে রাখা আবশ্যক, তড়িঘড়ি করে কুধারণা পোষণ করা আর এ ধারণা করা যে, পৃথিবীতে যারাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন তারা সবাই মিথ্যুক, প্রতারক ও স্বার্থপর ছিলেন; এটি মানুষের জন্য চরম নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। কেননা, এমন পরিত্যাজ্য বিশ্বাস পোষণ করলে ধীরে ধীরে ওলীদের সম্পর্কে সন্দেহ হৃদয়ে দানা বাঁধবে। আর এভাবে ওলীদের অস্বীকারের পর নবুয়তের পদ সম্পর্কে কিছুটা সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হবে। তারপর নবুয়তে অস্বীকারী হবার কারণে খোদা তা'লার সত্তা সম্পর্কে কিছুটা শঙ্কা-সন্দেহ হৃদয়ে সৃষ্টি হবে। আর অবশেষে এই আত্মপ্রতারণামূলক ধারণা জন্মাবে যে, সম্ভবত সবকিছুই কৃত্রিম ও ভিত্তিহীন; সম্ভবত এই মিথ্যা ধারণাই মানুষের মানসপটে যুগে যুগে বদ্ধমূল হয়ে আসছে।

অতএব, হে যারা আন্তরিকভাবে সত্যকে ভালবাস! হে সত্য পিয়াসীগণ! ঈমানের সুরক্ষা নিশ্চিৎ করে এই নৈরাজ্যপূর্ণ জগত থেকে যদি বিদায় নিতে হয়, তাহলে 'লায়েত' এবং এর আবশ্যকীয় দিকগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা একান্ত আবশ্যক। ওলীদের মাধ্যমেই নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, আর নবুয়তে বিশ্বাসই আল্লাহ্‌ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসের নিশ্চয়তা প্রদান করে। কাজেই, নবীদের অস্তিত্বের জন্য ওলীগণ শলাকা তুল্য, আর খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নবীগণ অত্যন্ত দৃঢ় কীলক সদৃশ। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো ওলী সম্পর্কে পর্যবেক্ষণে বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নি, তার দৃষ্টি নবীর মা'রেফত বা আধ্যাত্মিক উচ্চমর্যাদা সম্পর্কেও অজ্ঞ। আর যে ব্যক্তি নবীর ঔৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত, সে খোদা তা'লা সম্পর্কে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ হতেও বঞ্চিত থাকে; এবং একদিন অবশ্যই সে হোঁচট খাবে; আর সে হোঁচট হবে খুবই গুরুতর। নিছক দলিল-প্রমাণ ও প্রচলিত জ্ঞান তখন কোনো কাজে আসবে না।

এখন আমরা গণকল্যাণের নিমিত্তে একথা লেখাও আবশ্যক মনে করি, বশীর আহমদের মৃত্যু দৈবক্রমে হয় নি; বরং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ তার মৃত্যুর পূর্বেই এই অধমকে স্বীয় ইলহামের আলোকে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন যে, এই ছেলে নিজ কাজ সমাধা করেছে *[৫] আর এখন মারা যাবে;

---

* টিকা ৫: রহমত অবতীর্ণ করা এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত করার জন্য খোদা তা'লার দু'টি

(চলমান টিকা)

বরং সেই প্রয়াত পুত্রের জন্মের দিনে যেসব ইলহাম হয়েছিল তাতেও তার মৃত্যু সম্পর্কে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল; আর এ ইঙ্গিতও ছিল যে, সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্য এক মহা পরীক্ষার কারণ হবে। যেভাবে এই ইলহাম, 'ইন্না আরসালনাহু শাহিদাওঁ ওয়া মুবাশ্বিরাওঁ ওয়া নাযিরা কাছাইয়্যেবিম্ মিনাস্ সামায়ে ফীহে

সুমহান রীতি রয়েছে। যথা: (১) প্রথমত কোনো সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে ধৈর্যশীলদের জন্য ক্ষমা ও দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে, যেমনটি তিনি স্বয়ং বলেছেন:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

(সূরা আল্ বাকারা: ১৫৬-১৫৮) অর্থাৎ, এটিই আমাদের বিধান, আমরা মু'মিনদের বিভিন্ন ধরনের বিপদে নিপতিত করি আর ধৈর্যশীলদের প্রতি আমাদের দয়া বর্ষিত হয়। আর সফলতার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় যারা ধৈর্যশীল।

(২) রহমত অবতীর্ণ করার দ্বিতীয় রীতি হলো, নবী-রসূল, ইমাম, ওলী ও খলীফা প্রেরণ– যাতে তাঁদের অনুসরণ ও পথ-নির্দেশনায় মানুষ সঠিক পথ-প্রাপ্ত হয় আর তাঁদের আদর্শের আদলে নিজেকে গড়ে তুলে মুক্তি লাভ করে। খোদা তা'লা এ অধমের আওলাদের মাধ্যমে এ উভয়দিকের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চেয়েছেন। অতএব, তিনি প্রথম প্রকার রহমত বর্ষণের জন্য প্রথমে বশীরকে প্রেরণ করেছেন যেন মু'মিনদের জন্য بَشِّرِ الصَّابِرِينَ -এর উপকরণ প্রস্তুত করে নিজ সুসংবাদ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়। অতএব, সেসব সহস্রাধিক মু'মিন, যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তার মৃত্যু-শোকে মুহ্যমান ছিলেন–সে [বশীর] খোদা তা'লার পক্ষ হতে তাদের জন্য শাফায়াতকারী সাব্যস্ত হয়েছে, আর এভাবে অনেক অজানা ও অদেখা কল্যাণের তারা ভাগী হয়েছেন। আর খোদার ইলহাম এটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে যে, যে-বশীর মারা গেছে তার পৃথিবীতে আগমন বৃথা নয়; বরং তার মৃত্যু সেসব মানুষের জীবনের কারণ হবে যারা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য এই মৃত্যুতে শোকাহত। আর তার মৃত্যুতে যে পরীক্ষা দেখা দিয়েছে তাতে তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। মোটকথা, সহস্র সহস্র ধৈর্যশীল এবং সত্যবাদীর জন্য একজন সুপারিশকারী হিসেবে বশীর জন্ম নিয়েছিল। আর এই পবিত্র আগমনকারী ও বিদায় গ্রহণকারীর মৃত্যু সেসব মু'মিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। এছাড়া, যে দ্বিতীয় প্রকার রহমতের বিবরণ আমরা এখন দিয়েছি, তা পূরণার্থে খোদা তা'লা দ্বিতীয় বশীরকে প্রেরণ করবেন, যেমনটি প্রথম বশীরের মৃত্যুর পূর্বে ১৮৮৮ সনের ১৯ জুলাইয়ের বিজ্ঞাপনে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর খোদা তা'লা এই অধমের নিকট প্রকাশ করেছেন যে, 'তোমাকে দ্বিতীয় এক বশীর দেয়া হবে, যার নাম মাহমুদও হবে, আর সে নিজ কর্মে দৃঢ়প্রত্যয়ী হবে।'

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ [অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন। সূরা আন্ নূর: ৪৬-অনুবাদক] এছাড়া খোদা তা'লা আমার কাছে এটিও প্রকাশ করেছেন যে, ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারির ভবিষ্যদ্বাণী মূলত দু'জন ভাগ্যবান পুত্রের জন্মগ্রহণ সংক্রান্ত ছিল। আর বাক্য, 'কল্যাণমণ্ডিত সে– যে স্বর্গ থেকে আসে' মূলত প্রথম বশীর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী– যে আধ্যাত্মিকভাবে রহমত বা কৃপাবারি অবতরণের কারণ হয়েছে। আর এর পরের বাক্য দ্বিতীয় বশীর সম্পর্কে- লেখক।

যুলুমাতুওঁ ওয়া রা'দুওঁ ওয়া বারকুন কুল্লু শাইঈন তাহ্‌তা ক্বাদামাইহে'। অর্থাৎ, 'আমরা এই শিশুকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি এবং সে ঐ প্রবল বর্ষণের মতো, যাতে বিভিন্ন প্রকার অন্ধকাররাশি, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমকও থাকে। জিনিস তার পদতলে অর্থাৎ তার পা উঠানো বা মৃত্যুর পর এসব প্রকাশ পাবে'। কাজেই অন্ধকাররাশির অর্থ হচ্ছে, পরীক্ষা ও বিপদাপদের অন্ধকার, যা তার মৃত্যুর ফলে মানুষের উপর নেমে এসেছে। আর মানুষ এমন কঠিন বিপদাপদে নিপতিত হয়েছে যা বিভিন্ন প্রকার অন্ধকারের সাথে সামঞ্জস্য রাখে; অধিকন্তু, আয়াত وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا (সূরা আল্ বাকারা:২১) এর পরিপূরণস্থল হয়েছে। আর ইলহামে অন্ধকারের পর বজ্রধ্বনি ও আলোর ঝলকানির উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে বাক্যের শব্দ-বিন্যাস-ধারা হতে সুস্পষ্ট যে, মৃত পুত্রের পা উঠানোর পর বা বিদায়ের পর প্রথমে অন্ধকার আসবে, এরপর বজ্রধ্বনি ও বিজলিচমক। এই ধারাবাহিকতায় উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ, প্রথম বশীরের মৃত্যুর কারণে পরীক্ষার অন্ধকার নেমে আসে; এরপর বজ্রধ্বনি ও আলো বা বিদ্যুৎচমক প্রকাশিত হবে। যেভাবে অমানিশা ছেয়ে গেছে, অনুরূপভাবে এটিও নিশ্চিৎ যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোনো দিন সেই বজ্রধ্বনি এবং আলোও প্রকাশিত হবে। যখন সেই আলো প্রকাশ পাবে তখন তা বক্ষ ও হৃদয় থেকে সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর উদাসীন ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃতরা যেসব আপত্তি করেছে সেগুলোর অস্তিত্ব মিটিয়ে ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে এই আলো। এই ইলহাম, যা এখনই আমরা লিখেছি, তা শুরুতেই শত শত মানুষকে বিস্তারিত শুনানো হয়েছিল; এমনকি শ্রোতাদের মধ্যে মৌলভী মুহাম্মদ হুসেইন বাটালভীও ছিল। এছাড়া আরো কতক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। এখন আমাদের সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীরা যদি সেই ইলহামের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করে, আর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে তা এটিই প্রকাশ করছে (বলে তাদের চোখে ধরা পড়বে) যে, এই অন্ধকার আসার পূর্ব হতেই ঐশী ইচ্ছা এমনটি ছিল; আর তা ইলহামেও জানানো হয়েছে। আর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই ছেলের পদতলে অন্ধকার ও আলো উভয়-ই রয়েছে। অর্থাৎ তার পা উঠানো বা মৃত্যুর পর এর [অন্ধকারের] আগমন আবশ্যক। অতএব, হে ঐসব মানুষ! যারা অন্ধকার দেখেছো, তোমরা বিস্মিত হয়ো না; বরং আনন্দিত হও আর আনন্দে বিভোর

হও; কেননা, এরপর এখন আলো আসবে। বশীরের মৃত্যু যেভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছে, অনুরূপভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ করেছে, যা ২০ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কতক সন্তান অল্পবয়সে মারা যাবে।

পরিশেষে এখানে একথাও প্রকাশ থাকে যে, সকল কাজের জন্য আমাদের সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন ভরসা খোদা তা'লার প্রতি। মানুষ আমাদের সাথে মতৈক্য পোষণ করলো নাকি মতৈক্যের ভান করলো, আমাদের দাবি গ্রহণ করলো নাকি প্রত্যাখ্যান করলো, আমাদের প্রশংসা করলো নাকি তিরস্কার, তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। বরং সকলকে উপেক্ষা করে আর আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুকে মৃতবৎ জ্ঞান করে আমরা আপন কাজে মগ্ন। যদিও আমাদের স্বজাতির ভেতর থেকে কতক এমনও আছে যারা আমাদের এই রীতিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে; কিন্তু, আমরা তাদেরকে অপারগ মনে করি। আর জানি, আমাদের প্রতি যা প্রকাশ করা হয়েছে তা তাদের অজানা আর আমাদের ভেতর যে পিপাসা সৃষ্টি করা হয়েছে তা ওদের নেই।

كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (সূরা বণী ইস্রাঈল: ৮৫)

এ প্রসঙ্গে এটি লেখাও যুক্তিযুক্ত মনে করছি, কতক জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশমূলক রচনাবলী থেকে আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি ও ঐশী নিদর্শনাবলী, যা দোয়া গৃহীত হওয়া এবং ইলহাম ও দিব্যদর্শনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা তাদের পছন্দ নয়। এ ব্যাপারে তাদের মধ্য হতে কতকের মতামত হলো, এগুলো ধারণা-প্রসূত ও সন্দেহমূলক বিষয়; লাভের চেয়ে এর ক্ষতির আশংকাই বেশি। তারা একথাও বলেন, প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়গুলো সকল আদম সন্তানের ক্ষেত্রে সমান এবং একই। হয়ত কিছুটা এদিক ওদিক বা উনিশ-বিশ হতে পারে; বরং কতক ভদ্রমহোদয় মনে করেন, হুবহু একই। তারা একথাও বলেন, এক্ষেত্রে ধর্ম, খোদাভীতি এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের কোনো ভূমিকা নেই; বরং এটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যা মানব-প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত রয়েছে। আর প্রত্যেক মানুষ– সে মু'মিন হোক বা কাফির, পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী যে-ই হোক না কেন, কম-বেশি সবার বেলায়ই এটি ঘটে থাকে। এ হচ্ছে তাদের জ্ঞানের বহর যদ্বারা তাদের মোটা বুদ্ধি, অপরিপক্ক ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে আঁচ করা যেতে পারে। কিন্তু, সত্যিকার বিচক্ষণতা থাকলে এটিও

সুস্পষ্ট হয় যে, ঔদাসীন্য ও জাগতিকতার মোহ তাদের ঈমানের চোখকে একেবারে অন্ধ করে দিয়েছে। কুষ্ঠরোগীর কুষ্ঠ চরম রূপ ধারণ করে যখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, হাত-পা'গুলো পঁচে গলে যেতে আরম্ভ করে আর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে পড়ে যেতে আরম্ভ করে; এদের অনেকের অবস্থা এরকমই। অনুরূপভাবে, এদের আধ্যাত্মিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যার অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি-বৃত্তি, তা বস্তুবাদিতার মোহে আচ্ছন্ন হবার কারণে পঁচে-গলে যেতে আরম্ভ করেছে। এদের রীতিনীতি ও অভ্যাস হচ্ছে কেবল হাসি-ঠাট্টা, সন্দেহ ও কুধারণা করা। ধর্মীয় সত্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে অভিনিবেশের প্রতি কোনো মনোযোগ নেই; বরং সত্যকথা হলো, এরা ধর্মীয় তত্ত্ব ও সত্যের প্রতি কোনো আকর্ষণই রাখে না। এরা কখনো ভাবে না যে, আমরা এ পৃথিবীতে কেন এসেছি এবং আমাদের (জীবনের) পরম লক্ষ্য কী? বরং এ বস্তু-জগতের পিছনে দিবারাত্র এমন হন্যে হয়ে ছুটছে যেভাবে লাশের পিছনে শকুন ছুটে থাকে। সত্য থেকে যে তারা কতটা স্খলিত নিজেদের সে অবস্থা বিশ্লেষণ করার মতো চেতনাই তাদের অবশিষ্ট নেই। আর তাদের বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা নিজেদের এই মারাত্মক ব্যাধিকে ব্যাধি বলে স্বীকার করে না, বরং নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ বলে মনে করে। তারা ভাবে পূর্ণ-স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের দরকার নেই। আর যা সত্যিকার অর্থে 'স্বাস্থ্য' তাকে অবমাননা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। ওলীদের পরাকাষ্ঠা ও খোদার নৈকট্যের মাহাত্ম্য একেবারেই তাদের হৃদয় থেকে উঠে গেছে, আর হতাশা ও নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বরং এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে নবুয়তের প্রতি তাদের বিশ্বাসও হুমকিগ্রস্ত বলেই মনে হয়।

কতক আলেম-উলামার এই যে আশঙ্কাজনক ও অধঃপতিত অবস্থার কথা আমি বর্ণনা করলাম তার কারণ এই নয় যে, তারা এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিকে অভিজ্ঞতার আলোকে অসম্ভব আর সন্দেহযুক্ত ও কাল্পনিক বলে জ্ঞান করে; কেননা তারা এখনও পুরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রতি মনোযোগ দেয় নি এবং পূর্ণ ও সার্বিক দৃষ্টি দিয়ে মতামত ব্যক্ত করার মতো এখনো তারা নিজেদের জন্য কোনো সুযোগ সৃষ্টি করে নি আর সৃষ্টি করার প্রতি কোনো আগ্রহও নেই। তাদের সন্দেহের ভিত্তি নিজেদের কোনো অনুসন্ধানের উপর নয়, বরং উগ্রবাদী বিরুদ্ধবাদীরা এই অধমের দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছে তার উপর। *৬

* টিকা ৬: সমালোচনা হলো, ১৮৮৬ সালের ৮ এপ্রিলের বিজ্ঞাপনে এই অধম একটি ভবিষ্যদ্বাণী (চলমান টিকা)

অতএব, এখন একজন পরিষ্কার-মনের মানুষ হিসেবে ন্যায়ের ভিত্তিতে চিন্তা করে দেখুন! আমাদের এই উভয় ভবিষ্যদ্বাণীতে সত্যিকার অর্থে এমন কোনো ভুল আছে কী? একথা ঠিক যে, আমরা মৃত পুত্রের গুণাগুণ ও যোগ্যতা এই ইলহামের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলাম যে, সে প্রকৃতিগতভাবে এমন হবে আর এমন হবে, আর এখনও আমরা তাই বলি। শিশুদের মাঝে প্রকৃতিগত যোগ্যতা বিভিন্ন শিশুর মাঝে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া বা তাদের শিশুকালে মারা যাওয়া বা বেঁচে থাকা একটি সর্বজনবিদিত বিষয়। এটি এমন একটি বিষয় যেক্ষেত্রে সকল ধর্মের মতৈক্য রয়েছে। কোনো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বা আলেম একে অস্বীকার করতে পারে না। অতএব, বিচক্ষণ ব্যক্তির এক্ষেত্রে হোঁচট খাবার কী কারণ থাকতে পারে, তবে নির্বোধ ও অবুঝ মানুষ সর্বকালেই হোঁচট খেয়েছে। যেমন, বণী ইস্রাঈল জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী বুঝার ক্ষেত্রে হোঁচট খেয়েছিল। তাদের আপত্তি ছিল, এই ব্যক্তি বলতো ফিরাউনের প্রতি আযাব অবতীর্ণ হবে, অথচ তার প্রতি কোনো আযাবই আসে নি; বরং আমরা আযাব-ক্লিষ্ট হলাম। অর্থাৎ, ইতোপূর্বে আমাদেরকে কেবল অর্ধদিবস পরিশ্রম

উচিত, এই ছেলের মৃত্যুর মাধ্যমে একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হলো, না-কি তা মিথ্যা সাব্যস্ত হলো? বরং আমরা যত ইলহাম ছাপিয়ে মানুষের মধ্যে বিতরণ করেছি এর অধিকাংশ এই ছেলের মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করে। কাজেই, ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনে, 'এক সুদর্শন পবিত্র পুত্র প্রকাশ করেছিল যে, এ অধমের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে। আর উক্ত বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যায় লিখে দেয়া হয়েছিল যে, সম্ভবত এবারই সেই পুত্র জন্ম নিবে অথবা পরে এর নিকটবর্তী গর্ভধারণ কালে। অতএব, খোদা তা'লা বিরুদ্ধবাদীদের অভ্যন্তরীণ নোংরামী এবং ন্যায়-নীতিহীনতা প্রকাশার্থে এবার অর্থাৎ, প্রথম গর্ভে কন্যা সন্তান দান করেন। এরপরের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু, চিরায়ত রীতি অনুসারে বিরুদ্ধবাদীরা নিছক দুরভিসন্ধিমূলকভাবে সমালোচনা করে যে, প্রথমবারই কেন ছেলে হলো না? তাদের উত্তর দেয়া হয়েছিল, বিজ্ঞাপনে প্রথমবারের কোনো শর্ত ছিল না; বরং দ্বিতীয় গর্ভ পর্যন্ত শর্ত ছিল। আর তা হুবহু পূর্ণ হয়েছে এবং অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। কাজেই, এমন ভবিষ্যদ্বাণীর খুঁত বের করার চেষ্টা করাও একপ্রকার বেঈমানী বা বিশ্বাসহীনতা। কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি একে গঠনমূলক সমালোচনা আখ্যা দিতে পারে না। বিরোধীদের অপর সমালোচনা হলো, ১৮৮৬ সনের ৮ এপ্রিলের বিজ্ঞাপনে যে-ছেলে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সে জন্মের পর শিশুকালে মারা গেছে। এর বিস্তারিত উত্তর এখানে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞাপনে আমরা লিখি নি যে, এই ছেলেই দীর্ঘায়ু লাভ করবে আর একথাও বলি নি যে, এই ছেলেই 'মুসলেহ্ মাওউদ'। বরং ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আমার ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ অল্প বয়সেই মৃত্যু বরণ করবে। অতএব, চিন্তা করে দেখা

(চলমান টিকা)

করানো হতো, আর এখন সারা দিন মেহনত করার নির্দেশ এসেছে। ভালো মুক্তিই পেয়েছি! অথচ এই দ্বিগুণ পরিশ্রম ও মেহনত পরীক্ষা হিসেবে ইহুদীদের জন্য প্রাথমিক যুগে নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু, অবশেষে ফিরাউনের ধ্বংস অনিবার্য ছিল। কিন্তু, এসব নির্বোধ ও ত্বরাপরায়ণ লোকজন নিজেদের পক্ষে কোনো কিছু ঘটতে না দেখে সে সময় হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করে এবং কুধারণার পথ বেছে নেয়। আর তারা বলে, 'হে মূসা ও হারূন! আমাদের সাথে তোমরা যা কিছু করেছো খোদা তোমাদের সাথে তাই করুন'। এরপর ইহুদা ইস্কৃওতীর নির্বুদ্ধিতা ও তাড়াহুড়োর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত, সে হযরত ঈসা (আ.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী বোঝার ক্ষেত্রে মহা ভ্রমে পড়েছিল। তার ধারণা ছিল, এই ব্যক্তি (ঈসা) বাদশাহ্ হবার দাবি করে আর আমাদের বড় বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার কথা বলতো। কিন্তু, এসব বিষয় মিথ্যা প্রমাণিত হয়, এমনকি তার কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হয় নি; বরং দারিদ্র্য ও অনাহারে আমরা মরতে বসেছি। এরচেয়ে তার শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে পেট পূজার ব্যবস্থা করাই ভালো ছিল। কাজেই, অজ্ঞতাই এদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। আর হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয়েছে। অতএব, এসব নির্বোধ ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীর প্রত্যাখ্যানে নবীদের কীইবা এমন ক্ষতি হয়েছে

তোমার অতিথি হয়ে আসছে' বাক্যে 'অতিথি' শব্দটি মূলত সেই ছেলের নাম, আর এটি তার স্বল্পায়ু লাভ এবং অচিরেই মৃত্যুবরণের ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, 'অতিথি' সে-ই হয়ে থাকে যে কয়েকদিন অবস্থানের পর চলে যায়, আর দেখতে দেখতেই বিদায় গ্রহণ করে। আর যে দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং অন্যদের বিদায় জানায় তার নাম 'অতিথি' হতে পারে না। এছাড়া উপরোক্ত বিজ্ঞাপনে বর্ণিত বাক্য 'সে পাপ হতে' (অর্থাৎ, গুনাহ্ হতে) পুরোপুরি মুক্ত' এটিও তার শিশুকালে মৃত্যুর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। কোনোভাবেই ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী 'মুসলেহ্ মাওউদ' সংক্রান্ত। কেননা, ইলহামের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, এসব বাক্য প্রয়াত-পুত্র-সন্তান সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে, 'মুসলেহ্ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এ বাক্য দ্বারা শুরু হয় যে, 'তার সাথে ফযল রয়েছে, যা তার আগমনের সাথেই আসবে'। অতএব, ইলহামের ভাষায় 'মুসলেহ্ মাওউদ' এর নাম 'ফযল' রাখা হয়েছে এবং তাঁর দ্বিতীয় নাম 'মাহমুদ' আর তৃতীয় নাম 'দ্বিতীয় বশীর'ও বটে। এছাড়া, আরেকটি ইলহামে তাঁর নাম 'ফযলে উমর' বলে জানানো হয়েছে। কাজেই, এই বশীর যে মারা গেছে তার জন্মের পর যতক্ষণ তাকে উঠিয়ে নেয়া না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় বশীর বা 'মুসলেহ্ মাওউদ'-এর আগমন বিলম্বিত হওয়া আবশ্যক ছিল। কেননা, এসব বিষয়কে ঐশী প্রজ্ঞা তার অর্থাৎ প্রথম বশীরের পদতলে রেখেছিল। আর প্রথম বশীর, যে মারা গেছে, সে দ্বিতীয় বশীরের আগমনের সংবাদদাতা ছিল।

এজন্য একই ভবিষ্যদ্বাণীতে দু'জনের উল্লেখ করা হয়েছে।

যে, এখন হবে? আর এই আশঙ্কায় খোদা তা'লার পবিত্র কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে? স্মরণ রাখা উচিত! যারা মুসলমান হবার দাবি করে, আর কলেমা পাঠকারী হওয়া সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো করে নিজেদের হৃদয়ে কুমন্ত্রণাকে স্থান দেয়, পরিণামে তারা সেভাবেই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে, যেভাবে অর্বাচীন ও বক্রপ্রকৃতির ইহুদী এবং ইহুদা ইস্কৃওতী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল। ফাতাবারু ইয়া উলিল আলবাব- লেখক।

এর ফলস্বরূপ ওলায়েত ও খোদার নৈকট্যের কল্যাণ সম্পর্কে এমন বিশ্বাস তারা গ্রহণ করেছে যা শুষ্ক-দর্শন ও প্রকৃতিবাদ থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল, বিরুদ্ধবাদীরা সত্যকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এর সমর্থনে কোনো প্রমাণ তারা উপস্থান করেছে কি? যদি কোনো প্রমাণ না থাকে এবং শুধু কথার খাতিরে কথা হয়, তাহলে অনর্থক ও ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদসমূহের মাধ্যমে নিজ হৃদয়কে কলুষিত করা বুদ্ধিমত্তা এবং ঈমানী পরিপক্কতার পরিচায়ক হতে পারে কি?। যুক্তির খাতিরে ধরে নেই, এই অধমের পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যাগত ভ্রান্তি যদি প্রকাশও পেতো, অর্থাৎ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে তা কোনো বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো, তবুও কোনো বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে তা আপত্তিকর বলে গণ্য হতে পারতো না। কেননা, ব্যাখ্যাগত ভুল এমন একটি বিষয় যা থেকে নবীরাও মুক্ত নয়। তাছাড়া, এই অধম খোদার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত সাত হাজারেরও বেশি কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) এবং ইলহাম দ্বারা সম্মানিত হয়েছে এবং আধ্যাত্মিক বিস্ময়াবলীর এই অফুরন্ত ধারা এখনও চলমান, যা দিবারাত বৃষ্টির ন্যায় অবতীর্ণ হতে থাকে। কাজেই, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান! যে নিজেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে এই ঐশী ব্যবস্থাপনার অধিনস্থ করে আর ঐশী কল্যাণরাজিতে নিজ আত্মাকে পরিপূর্ণ করে। আর চরম দুর্ভাগা সে, যে এসব জ্যোতি ও কল্যাণরাজি সম্পর্কে ঔদাসীন্যবশত ভিত্তিহীন সমালোচনা করে এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করাকে নিজ রীতি হিসেবে অবলম্বন করে। আমি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে এমন লোকদের সাবধান করছি। কেননা, তারা এমন ধারণা হৃদয়ে স্থান দেবার কারণে সত্য এবং সত্য-দর্শন হতে বহু দূরে অবস্থান করছে। যদি তাদের একথা সত্য হয় যে, ইলহাম ও দিব্যদর্শন এমন কোনো মূল্যবান বিষয় নয়, যা সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণী বা কাফির ও মু'মিনের মাঝে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে; তাহলে

পুণ্যবানদের জন্য এটি চরম হৃদয় বিদারী ঘটনা হবে। আমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, একমাত্র ইসলামের এই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও অনুপম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যারা আন্তরিকতার সাথে এর উপর পদচারণা করে তারা (খোদার সাথে) বিশেষ কথোপকথনের সম্মান লাভ করে আর গ্রহণযোগ্যতার এমন প্রভা তাদের সত্তায় দেখা যায়, যাতে তাদের বিপক্ষদল অংশীদার হতে পারে না। এটি একটি বাস্তব সত্য, যা অগণিত সরলপ্রাণ লোকের কাছে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে। সেসব সুমহান মর্যাদায় তাঁরা উপনীত হয়, যাঁরা সত্যিকার ও প্রকৃত অর্থে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করে আর প্রবৃত্তির খোলস থেকে বেরিয়ে ঐশী পোশাক পরিধান করে। অর্থাৎ, প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা-বাসনার মৃত্যু ঘটিয়ে খোদার আনুগত্যকারী হিসেবে নবজীবন লাভ করে। অধঃপতিত মুসলমানদের তাঁদের সাথে কোনো সামঞ্জস্য নেই। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী এমন লোকদের সাথে কাফির ও দুষ্কৃতকারীদের কোনো প্রকার সামঞ্জস্য নেই। তাঁদের সংস্পর্শে যখন কোনো সত্যানুসন্ধানী আসেন তখন তার নিকট এই সুমহান ব্যক্তির চারিত্রিক ঔৎকর্ষ প্রকাশিত হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি সত্যের চূড়ান্ত ও অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপনার্থে বিভিন্ন ফির্কার নেতৃবৃন্দের কাছে বিজ্ঞাপনাদি প্রেরণ করেছিলাম ও পত্র লিখেছিলাম, যাতে তারা আমার এই দাবি পরীক্ষা করে দেখে। যদি তাদের ভেতর সত্যের অনুসন্ধিৎসা থাকতো, তাহলে তারা আন্তরিকতা নিয়ে (আমার কাছে) আসতো। কিন্তু পরিতাপ! তাদের মধ্য হতে একজনও নিষ্ঠার সাথে আসে নি, বরং যখনই কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, একে ঘোলাটে করার সকল অপচেষ্টা তারা করেছে। এমতাবস্থায়, যদি আমাদের আলেমদেরই এই সত্য গ্রহণে এবং বরণে কোনোরূপ সংশয় বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে, তাহলে অন্যদের ডেকে আর লাভ কী? আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কতক আলেম ও ফাযেল আছেন, আপনারাই পরীক্ষা করে দেখুন! এবং নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে কিছুসময় আমার সান্নিধ্যে থেকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হোন। এরপর যদি এই অধমের দাবি সত্যবিচ্যুত প্রতিপন্ন হয়, তাহলে তাদের হাতেই আমি তওবা করবো; নতুবা আশা করবো, খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে তওবা ও অনুশোচনার দ্বার খুলে দিবেন। আর আমার এই লেখা ছাপার পরও যদি তারা আমার দাবির সত্যাসত্য পরীক্ষা করে নিজেদের মতামতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তাহলে তাদের উপদেশমূলক রচনাবলীর কিছুটা মূল্য থাকবে। অবশ্য এখন

পর্যন্ত এর কোনো অর্থই প্রকাশ পায় নি; বরং এদের অন্ধত্বের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। আমি ভালভাবে জানি, আধুনিক যুক্তিবাদীদের জোরালো ধ্যান-ধারণা আমাদের আলেমদের মন-মস্তিষ্ককে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছে; কেননা, তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে এসব ধ্যান-ধারণার উপর জোর দিচ্ছে আর ঈমান ও ধর্মের পূর্ণতার জন্য এসবকেই সবকিছু মনে করছে। আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজিকে তারা এমনভাবে অবজ্ঞা করছে যা অন্যায় ও অসহ্য। আমি মনে করি, এই অবজ্ঞা কৃত্রিমভাবে করছে না, বরং বাস্তবিকপক্ষেই এই অবস্থা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গেছে, আর তাদের স্বভাবগত দুর্বলতা এই অধঃপতনের সামনে নতজানু হয়ে পড়েছে। কেননা, তাদের ভেতর ঐশী জ্যোতির প্রভা একেবারেই ক্ষীণ এবং প্রাণহীন বুলির ছড়াছড়ি। আর তারা নিজেদের মতামতকে এতবেশি সঠিক মনে করে আর এর সমর্থনে এত জোরালো কথা বলে যে, সম্ভব হলে তারা আলোকিতদেরকেও সেই অমানিশায় নিমজ্জিত করতো। ইসলামের বাহ্যিক বিজয়ের প্রতি এসব আলেমের অবশ্যই দৃষ্টি রয়েছে; কিন্তু, যেসব বিষয়ে ইসলামের সত্যিকার বিজয় নিহিত সেসব বিষয়ে তারা অনবহিত।

ইসলামের সত্যিকার বিজয় এতেই নিহিত, ইসলাম শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য অনুসারে আমরা যদি আমাদের পুরো সত্তাকে খোদা তা'লার নিকট সমর্পণ করি, আর নিজ প্রবৃত্তি ও এর আবেগানুভূতি হতে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যাই, আর কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও সৃষ্টিপূজার কোনো প্রতিমা যদি আমাদের পথে না থাকে, আর সম্পূর্ণরূপে খোদার ইচ্ছায় সমর্পিত হই, আর সেই 'ফানা' বা আত্মবিলুপ্তির পর আমরা সেই 'বাকা' বা আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব লাভ করি, যা আমাদের অন্তর্দৃষ্টিতে একটি ভিন্ন দীপ্তি সঞ্চার করে এবং আমাদের প্রেমে একটি নবোদ্যম সৃষ্টি করে, আর আমরা এক নতুন মানুষে পরিণত হই, এবং আমাদের সেই চিরন্তন খোদাও আমাদের জন্য এক নতুন খোদা হয়ে যায়– তাহলে, এটিই ইসলামের সত্যিকার বিজয়। এই সত্যিকার বিজয়ের বিভিন্ন শাখার একটি হলো, খোদার সাথে বাক্যালাপ। এ যুগে এই বিজয় যদি মুসলমানদের অর্জিত না হয়, তাহলে নিছক যৌক্তিক বিজয় তাদেরকে কোনো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, এই বিজয়ের দিন সন্নিকটে। খোদা তা'লা নিজের পক্ষ থেকে এই জ্যোতি সৃষ্টি করবেন, আর স্বীয় দুর্বল বান্দাদের সহায় হবেন।

তবলীগ বা প্রচার

সাধারণভাবে জনসাধারণকে, আর বিশেষভাবে নিজ মুসলমান ভাইদের কাছে এ সুযোগে আমি আরো একটি বাণী পৌঁছাচ্ছি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা সত্য-সন্ধানী; তারা সত্যিকার ঈমান এবং প্রকৃত বিশ্বাসের পবিত্রতা ও খোদার ভালবাসার পথ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য এবং নোংরা, উদাসীন ও বিশ্বাসঘাতকতার জীবন পরিহারের লক্ষ্যে যেন আমার হাতে বয়আত করেন। অতএব, যারা নিজেদের ভেতর কিছুটা হলেও এরূপ শক্তি রাখেন, তাদের জন্য আমার নিকট আসা আবশ্যক। আমি তাদের দুঃখ লাঘব করবো, আর তাদের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করবো। আর খোদা তা'লা তাদের জন্য আমার দোয়া এবং দৃষ্টিকে কল্যাণে সমৃদ্ধ করবেন। কিন্তু, শর্ত হচ্ছে, তারা যেন ঐশী শর্তাবলী অনুসারে জীবন-যাপনের জন্য মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকেন। এটি ঐশী নির্দেশ, যা আজ আমি পৌঁছে দিলাম। এ সম্পর্কিত আরবী ইলহামটি হলো, إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (সূরা হূদ: ৩৮)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَايُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

(সূরা ফাতাহ্: ১১)।

ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা।

অধম প্রচারক

গোলাম আহমদ (খোদা আমাকে মার্জনা করুন)

(১ ডিসেম্বর, ১৮৮৮ সনে অমৃতসরের রিয়ায হিন্দ ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)

Sabuj Ishtihar (Green Poster)

Sabuj Ishtihar is the title by which it came to be known because it was printed on a green paper, otherwise the title of the poster is Haqqani Taqreer bar waqia-wafat Bashir (i.e. A speech full of truth delivered on the death of Bashir).

Bashir the first, was born on 7th August 1887 CE, and he died on 4th November 1888. Hadhrat Ahmad, peace be on him, published posters on 20th February 1886, 8th April 1886 and 17th August 1887. The posters had made mention of the birth of a son who was to have very special qualities. When Bashir the first died, there was a great hue and cry from the opponents saying that the prophecy of Hadhrat Ahmad (as) about an illustrious son had been proved false, for the child about whom he thought was illustrious was no more.

Hadhrat Ahmad (as), in this address (published in the form of a poster which came to be known as the Green Poster) draws the attention of the opponents to the fact that the posters really made mention of two boys. One of them was to come to the world and go away quickly as a guest does. The other was to live a fairly long life and was to be the fulfilment of that prophecy. At the end of this poster (issued on the first day of December 1888), Hadhrat Ahmad (as) has added a note headed as 'Tabligh' (the conveyance of a message) and has invited the people to take Baiat at his hand. He expressly states that he has been commanded by God that all those who are seekers after truth should be told to take Baiat (get themselves initiated) for the acquisition of faith, piety and the love of God: they should do so to get rid of a dirty, lazy rebellious kind of life. Hadhrat Ahmad (as) invites the people to join him and he assures them that he would be sympathetic towards them and would try to lessen their burdens; he further says that God will help them through his prayers, the condition being that they should be ready, heart and soul, to act according to the divine guidance.

Sabuj Ishtihar (Green Poster)
by **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah & Imam Mahdi as
translated into bangla by
Ahmad Tareque Mubasher
cover design by **Muhammad Nurul Islam Mithu**

published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-067-1